সংবাদ

তারিখ 23 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

মাধ্যমিক স্তরের ব্যাকরণ বই নিয়ে প্রকাশকদের বাণিজ্য

রাকিব উদ্দিন

মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা ব্যাকরণ ও ইংলিশ গ্রামার এবং কম্পোজিশন বই নিয়ে শুরু হয়েছে বেপরোয়া বাণিজ্য। বিনামূল্যে গ্রামার বই সরবরাহের ব্যাপারে সরকারি সিদ্ধান্তের জটিলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে অসাধু প্রকাশকরা। বিনামূল্যে সরকারি গ্রামার বই সরবরাহে বিলম্ব হওয়ায়, প্রকাশকরা নিজেদের প্রকাশনীর নিম্নমানের বই চড়া দামে বিক্রি করছে। এনসিটিবি প্রণীত কিংবা সরকার অনুমোদিত পঞ্চম শ্রেণী বা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর একটি ইংরেজি ব্যাকরণ বইয়ের দাম পড়ে সর্বোচ্চ ৩৫ থেকে ৪৫ টাকা। অনুমোদনহীন প্রকাশকরা একই আকার এবং তার চেয়ে নিম্নমানের বইয়ের দাম নিচ্ছে ১৭৫ থেকে ২০০ টাকা। এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষক নেতা এবং রাজধানীর স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু শিক্ষক মোটা অঙ্কের টাকা মাসোহারার বিনিময়ে মানহীন ও অননুমোদিত বই কিনতে ছাত্রছাত্রীদের প্ররোচিত করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজধানীর বাইরে বিভিন্ন জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও অনুমোদনহীন নিম্নমানের বই পড়ানো হচ্ছে। জানা যায়, মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের বাংলা ভাষা এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে ২০০৭ সালে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে নিয়ম করা হয়েছিল, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) প্রকাশিত কিংবা এই সংস্থার অনুমোদন ছাড়া কোন বিদ্যালয় বাংলা ব্যাকরণ ও ইংলিশ গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন বই নিজ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে না। এবার জানুয়ারি মাস শেষ হতে চললেও দেশের অসংখ্য প্রতিষ্ঠানে এখনও এনসিটিবি'র বিনামূল্যের বই পৌঁছেনি। আর বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি ব্যাকরণ বই সরকার থেকে সরবরাহের কথা থাকলেও, শিক্ষকরা আদৌ জানেন না সরকার থেকে এসব বই দেয়া হবে কি না। কোন প্রকাশককে এসব বইয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কি না, তাও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জানান হচ্ছে না।

রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হাসিবুর রহমান জানায়, এখনও বোর্ডের সব বই পাইনি। পাঠ্য বইয়ের তালিকাও বিদ্যালয় থেকে দেয়া হচ্ছে না। একেক শিক্ষক একেক প্রকাশনীর বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই কিনতে নির্দেশ দিচ্ছে

বাণিজ্য : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ৪

বাণিজ্য : প্রকাশকদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলেও সে জানায়। ফলে শ্রেণী শিক্ষকদের মন রক্ষার্থে একাধিক বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বই কিনতে হচ্ছে।

মিরপুর বাংলা উচ্চ বিদ্যালয় এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মো. বদরউদ্দিন হাওলাদার সংবাদ'কে বলেন, বইয়ের কৃত্রিম সঙ্কটের জন্য এনসিটিবি'র কিছু অসাধু কর্মকর্তা দায়ী। অথচ বলির পাঁঠা হলো ঢাকা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। তিনি বলেন, আমাদের জানান হয়েছিল, প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ বই সরকার সরবরাহ করবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের এ সম্পর্কে কিছু জানান হয়নি। কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি কোন মানসম্মত প্রকাশনীর ব্যাকরণ বই পাঠ্য করে তখন অভিযোগ করা হয় মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ খেয়ে তা করা হয়েছে।

রাজধানীর বাংলাবাজার ও নীলক্ষেত ঘুরে দেখা যায়, সরকারের অনুমোদনহীন মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ বই অত্যন্ত চড়া দামে দেদারছে বিক্রি হচ্ছে। ভুল-ভ্রান্তিতে ভরপুর মানহীন এসব বই কিনে বিভ্রান্ত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের পীড়াপীড়িতে এসব বই না কিনেও পারছে না ছাত্রছাত্রীরা। পাশাপাশি বাজারে বিক্রি হচ্ছে এনসিটিবি'র নকল পাঠ্য বইও।

মহাখালী মডেল হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আলী বলেন, কোন প্রকাশনীর বাংলা ব্যাকরণ ও ইংরেজি গ্রামার বইপাঠ্য তালিকাভুক্ত করতে হবে, সে সম্পর্কে জেলা শিক্ষা অধিদপ্তর রহস্যজনক কারণে কিছু জানাচ্ছে না। এই সুযোগে এক শ্রেণীর অসাধু প্রকাশক নানাভাবে প্রচারণা চালিয়ে অত্যন্ত নিম্নমানের বই বিক্রি করছে। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীকে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিনামূল্যে ব্যাকরণ বই সরবরাহ প্রসঙ্গে এনসিটিবি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা কামাল আহম্মেদ সংবাদ'কে বলেন, বিনামূল্যে এবার কোন ব্যাকরণ বই দেয়া হবে না। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা ব্যাকরণ বই গতবারেরটাই বহাল থাকবে। আর ইংরেজি গ্রামার এন্ড কম্পোজিশন বই সম্পর্কে এখন সিদ্ধান্ত হয়নি। এ বিষয়ে পড়ে সব বিদ্যালয়কে জানিয়ে দেয়া হবে।

এনসিটিবি প্রণীত বিনামূল্যের বাংলা ও ইংরেজি ব্যাকরণ বই ছাত্রছাত্রীদের সরবরাহ করা হবে কি না জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ টেলিফোনে সংবাদ'কে বলেন, এ ব্যাপারে এখন কিছু বলা যাচ্ছে না।